মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২২৯৫

পর্ব-১০: আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহ (كتاب اسماء الله تعالى)

পরিচ্ছেদঃ ১. প্রথম অনুচ্ছেদ - তাসবীহ (সুবহা-নাল্ল-হ), তাহমীদ (আল হাম্‌দুলিল্লা-হ), তাহলীল (লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ) ও তাকবীর (আল্ল-হু আকবার)- বলার সাওয়াব

بَابُ ثَوَابُ التَّسْبِيْحِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ

আরবী

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْس . رَوَاهُ مُسلم

বাংলা

২২৯৫-[২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সুবহা-নাল্ল-হ [আল্লাহ পবিত্র], ওয়াল হাম্‌দুলিল্লা-হ [আল্লাহর জন্য প্রশংসা], ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ [আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা’বূদ নেই], ওয়াল্ল-হু আকবার [আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান] বলা, আমার কাছে সমগ্র বিশ্ব অপেক্ষাও বেশি প্রিয়। (বুখারী, মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : মুসলিম ২৬৯৫, তিরমিযী ৩৫৯৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৪১২, আদ্ দা‘ওয়াতুল কাবীর ১৪২, শু‘আবূল ঈমান ৫৯২, ইবনু হিব্বান ৮৩৪, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ৯, সহীহ আত্ তারগীব ১৫৪৫, সহীহ আল জামি‘ ৫০৩৭।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ) অর্থাৎ- দুনিয়া এবং তাতে সম্পদ ও অন্যান্য যা কিছু আছে সবকিছু আছে সব কিছু অপেক্ষা উত্তম। একমতে বলা হয়েছে তা সকল সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত। ইবনুল ‘আরাবী বলেন, এ সকল শব্দসমূহ এবং পৃথিবীর মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা করা হয়েছে। আর শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা করার শর্ত হল, দু’টি বস্ত মূল অর্থে এক হওয়া। অতঃপর একটি অপরটির উপর প্রাধান্য পায়। ইবনুল ‘আরাবী এর উত্তরে বলেন, যার সারাংশ হল নিশ্চয়ই أفعل ওযন দ্বারা কখনো মূল ক্রিয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়; শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা উদ্দেশ্য করা হয়

না। যেমন আল্লাহর বাণী,

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيْلًا (সূরা আল ফুরকান ২৫ : ২৪) অর্থাৎ- সেদিন জান্নাতবাসীরা বাসস্থানের দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট ও বিশ্রামস্থলের দিক দিয়ে মনোরম হবে। অর্থাৎ- উল্লেখিত আয়াতে জান্নাতের ক্ষেত্রে (أفعل) এর ওযন তুলনা করা হয়নি। অথবা সম্বোধনটি অধিকাংশ মানুষের অন্তরে যা আছে তার উপর প্রয়োগ হবে। কেননা অধিকাংশ মানুষ এ বিশ্বাস করে থাকে যে, দুনিয়ার মতো কোন কিছু নেই আর দুনিয়াটাই মূল উদ্দেশ্য। অতঃপর আল্লাহ খবর দিয়েছেন, নিশ্চয়ই জান্নাত তাঁর নিকট তোমরা যা ধারণা করে থাক তার অপেক্ষা উত্তম। নিশ্চয়ই তাঁর মতো কোন কিছু নেই বা তার অপক্ষো উত্তম কোন কিছু নেই। এক মতে বলা হয়েছে এ উদ্দেশ্য হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ সকল শব্দাবলী আমার নিকট দুনিয়ার মালিক হয়ে তা দান করা অপেক্ষা উত্তম। সারাংশ হল এ শব্দাবলী বলার যে সাওয়াব দেয়া হয় তার পরিমাণ দুনিয়ার মালিক হওয়া, অতঃপর তা দান করা অপেক্ষা অধিক।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56855

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন